দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

043

তারিখ 22 MAY 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

122

পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের ধারা কর্তৃপক্ষ এবারও রোধ করতে পারলেন না। গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে গৃহীত ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার ফল পাঁচ মাস গত হতে চললেও এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার নামগন্ধ নেই। আগের বছর কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে দীর্ঘ আট মাসের রেকর্ড পরিমাণ সময় নিয়েছিলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে চলতি বছরও তাঁরা ঐ রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও এর কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন। তাদের এই রেকর্ড বা প্রায় রেকর্ড গড়ার কাজের কৃতিত্বে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন অনিশ্চিত হতে চলেছে।

প্রিমিলিনারী, অনার্স এবং মাষ্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের ধারাও যথারীতি আগের মতই অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির উন্নতির যে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন তা বাস্তবে পরিণত হয়নি।

অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সকলের শিক্ষা নেয়ার কথা। গেল বছর যখন ফল প্রকাশে আট মাস লেগে যায় তখন বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। কি কি কারণে এই বিলম্ব ঘটছে এতদিনে তা কর্তৃপক্ষের জানা হয়ে যাবার কথা। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে পরীক্ষার্থীদের এবারও ফল প্রকাশে বিলম্বের জন্য মাশুল দিতে হতো না।

গেলো বছরের সমালোচনার কারণে কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ লোক-লজ্জায় পরীক্ষার ফল যথাসময়ে প্রকাশের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়েছিলেন। সেগুলো কাগজে পদক্ষেপ হয়েই রয়েছে। আসলে কখনো অন্যায়-অনিয়ম করলে ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি রোধে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পদক্ষেপ নেয়ার কথা শোনানো হয় এবং যথাসময়ে যথানিয়মে তা ভুলে যাওয়া হয়। ফলে অনিয়মটা নিয়মে পরিণত হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের যদি সাময়িক লোক-লজ্জার চেয়ে দায়িত্ববোধটা মুখ্য হতো তাহলে বারবার এ অনিয়ম ঘটতো না।

গত ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি। অথচ চলতি বছরের ডিগ্রী পরীক্ষা সমাগত। এই অবস্থায় যারা গত ডিগ্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে তারা কি করবে? অনুমান করে নেয়া যায় পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সময়ের জন্য তারা আন্দোলন করবে এবং একসময় তা মেনেও নেয়া হবে। পরীক্ষার বিলম্বিত ফল প্রকাশ পরবর্তী পরীক্ষা গ্রহণকেও এভাবে বিলম্বিত করছে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের প্রধান কারণ উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিলম্ব। মাসের পর মাস চলে যায় কিছু কিছু শিক্ষকের পক্ষে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় হয় না।

কলেজগুলো ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এতবেশী এবং এত ঘন ঘন বন্ধ থাকে না। তাহলে কলেজ শিক্ষকদের পক্ষে খাতা দেখতে বিলম্ব হয় কেন?

এবারকার ডিগ্রী পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশে সাহায্য করার জন্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল বলে পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ। আমরা জানতে চাই কারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে সময়ের মূল্য বোঝার এবং দায়িত্ব সচেতন হবার উপদেশ দেন। তাদের উপদেশের মূল্য কতটুকু যদি নিজেরাই তা পালন না করেন? এমনি কি আর বলা হয় 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও'।

আমরা বিশ্বাস করি সকল বা সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক এর জন্য দায়ী নন। কিন্তু উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যাপারটা এমনই যে, একজন পরীক্ষক এব্যাপারে বিলম্ব করলেই সকলের পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটে।

ইতিপূর্বে খাতা দেখায় বিলম্বের জন্য দায়ী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব শাস্তি এতই লঘু যে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরোয়া না করলেও চলে। এমনকি এই লঘু শাস্তিও বাস্তবে খুব একটা কার্যকর করা হয় না।

পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলে দায়িত্বশীল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রসমাজকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।